পাপিয়ার বিচার শুরু

অস্ত্র আইনের মামলায় নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক বহুল আলোচিত শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন আদালত। চার্জ গঠনের মধ্য দিয়ে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো।

রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কেএম ইমরুল কায়েস আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

২৯ জুন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যা বের উপপরিদর্শক আরিফুজ্জামান শেরেবাংলা নগর থানার অস্ত্র আইনে করা মামলায় তাদের বিরুদ্ধে এ চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটে সাক্ষী করা হয়েছে ১২ জনকে।

২২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দেশত্যাগের সময় পাপিয়াসহ চারজনকে গ্রেফতার করে র্যাাব।

গ্রেফতার হওয়া অন্যরা হলেন- পাপিয়ার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে সুমন চৌধুরী ওরফে মতি সুমন (৩৮), সাব্বির খন্দকার (২৯) ও শেখ তায়্যিবা (২২)।

তাদের কাছ থেকে সাতটি পাসপোর্ট, দুই লাখ ১২ হাজার ২৭০ টাকা, ২৫ হাজার ৬০০ টাকার জাল মুদ্রা, ১১ হাজার ৯১ ইউএস ডলারসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা জব্দ করা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারের পর ওই দিন রাতেই নরসিংদীর বাসায় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোরে হোটেল ওয়েস্টিনে তাদের নামে বুকিং করা বিলাসবহুল প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে অভিযান চালানো হয়।

পরে পাপিয়া ও তার স্বামীর অবৈধ সম্পদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গণমাধ্যমে চলে আসে।

সূত্র- যুগান্তর

গাংনী সিমান্তে ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সিমান্তের ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি।

শনিবার দিবাগত মধ্যেরাতে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্তের পাশ্চিমপাড়া মাঠ থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেন্সিডিল গুলো উদ্ধার করা হয়। এদিকে একের পর সীমান্তে ফেন্সিডিল,গাঁজা ও মদ সহ দুএকজন আটক হলেও বেশিরভাগ অভিযানে মাদক উদ্ধার হয় পরিত্যাক্ত অবস্থায়।

একটি পরিসংখ্যন বলছে বিজিবি অভিযানে ৯০ ভাগই পরিত্যাক্ত অবস্থায় মালামাল উদ্ধার করা হয়। তবে পরিত্যাক্ত এসব মাদকের কোন মালিকানা সনাক্ত করতে পারেনি বিজিবি।

তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার আবুল হোসেন,সীমান্তের ১৩৯/২ এস পিলার এলাকায় টহল দেওয়ার সময় মুখবাধা অবস্থায় একটি বস্তা পাওয়া যায়। বস্তাখুলে ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল পাওয়া যায়।

ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় সাধারন ডায়েরী করা হবে। তিনি আরো বলেন, ধারনা করা হচ্ছে বিজিবি সদস্য’দের উপস্থিত টের পেয়ে মাদক পাচারকারী বস্তা ফেলে পালিয়ে গেছে। তবে ফেন্সিডিল পাচারকারীদের সনাক্তের চেষ্টা চলছে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি’র সিইও লে: কর্নেল ফরহাদ হোসেন জানান,সীমান্তে বিজিবি সদস্যরা মাদক সহ চোরাচালানি রোধে কাজ করছে। সকলের সহযোগিতায় সীমান্ত থেকে মাদক পাচার বন্ধ করা হবে।

গাংনীতে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ

একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনী চৌগাছা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ দরবেশ আলী(২৩) নামের মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গাংনী থানার এসআই তরিকুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালন করেন।

আটককৃত দরবেশ আলী কুষ্টিয়ার দৌলতুপুর উপজেলার খলিসাকুন্ডি গ্রামের বড়গোরস্থান পাড়ার আব্দুল গনির ছেলে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীর মটমুড়ার গাঁজাচাষী দুলাল হোসেনকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ

মেহেরপুরের গাংনীর মটমুড়া গ্রামের গাঁজাচাষী দুলাল হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেল গেটে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ওসি তদন্ত মো: সাজেদুল ইসলাম। সে মটমুড়া গ্রামের কাশেম আলীর ছেলে।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত মো: সাজেদুল ইসলাম জানান, গাঁজাচাষী দুলাল হোসেন সম্প্রতি আদালতে অত্মসমর্পন করেন। আদালতে তার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত ১ দিনের জন্য জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি প্রদান করে।

জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায় গাঁজার গাছ সংগ্রহ ও বিক্রি সহ চাষের সাথে জড়িতদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন তথ্য দিয়েছে মামলার তদন্তের স্বার্থে সবকিছু এখনই বলা সম্ভব হচ্ছেনা। মামলার সুষ্ট তদন্তের প্রয়োজনে আবারো রিমান্ড আবেদন করা হবে।

উল্লেখ্য: দুলাল হোসেন তার বাড়ির পার্শে গাঁজা চাষাবাদ করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় অভিযান চালিয়ে ১শ’৯০টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় পুলিশের উপ পরিদর্শক আলী রেজা বাদী হয়ে দুলাল হোসেন ও তার স্ত্রী শেফালীর নামে গাংনী থানায় একটি মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ৩২। তাং ৩০.০৭.২০২০ ইং।

মামলায় দুলালের স্ত্রী শেফালী খাতুনকে আটক করলেও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাঁজা চাষী দুলাল হোসেন পালিয়ে যায় দুলাল হোসেন।

আলমডাঙ্গায় ২ মাদক সেবীর কারাদন্ড

আলমডাঙ্গায় দুই মাদকসেবীকে ৫ দিন করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। মাদক সেবনের অপরাধে ওই আদেশ দেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি এসআই নাইম শনিবার দুপুরের মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গোপিবল্লবপুর গ্রামের মৃত মোকাম মন্ডলের ছেলে আসমান ও কামালপুর গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে রনিকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন।

ওই দুজনকে মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ৫ দিনের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় পৃথক অভিযানে মদ ও গাঁজাসহ ২ জন আটক

আলমডাঙ্গার আসমানখালী ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালনা করে সাহেবপুর মোড় থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী বগাদী গ্রামের মৃত সাহাদাৎ হোসেন ছেলে সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে সাইফুল মাদক ব্যবসা করে আসছে। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় সে মাদক হাত বদল করে। গতকার একটি গোপন তথ্য আসে যে সাইফুল গাঁজার বিক্রি করবে। ওৎ পেতে থাকা পুলিশ তাকে আটক করে। তার দেহ তল্লাশি করে ২০০ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সাইফুলের বিরুদ্ধে মাদক মামলা হয়েছে।

এদিকে মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ লিটার চোলাই মদসহ এক জন আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পের আইসি এসআই আছের আলী এএসআই ইলিয়াস সঙ্গীয় র্ফোস নিয়ে পিটিআই মোড়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল পাড়ার মৃত বিশ্বনাথের ছেলে শান্তকে ৫ লিটার চোলাই মদসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ৩ মাদক সেবীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় তিন মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দুই জনের ৭ দিন ও এক জনের ১৫ দিনের জেলের আদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে আসমানখালী ক্যাম্পের আইসি আব্দুর রহিম মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভোগাই বগাদী থেকে সোনা মোল্লার ছেলে ইউসুফকে আটক করেন।

এদিকে জামাজামী ক্যাম্পের আইসি আব্দুল হাকিম মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ঘোষবিলা গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে রুহুলকে মাদব সেবনের সময় আটক করে। অপরদিকে দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি অভিযান পরিচালনা করে পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাহুলকে আটক থানা হেফাজতে নেন।

মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ঘোষাবিলা গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে রুহুল আমিনকে ৭ দিন, পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাহুলকে ১৫ দিন ও ভোগাই বগাদী গ্রামের সোনা মোল্লার ছেলে ইউসুফকে ৭ দিনের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

মাদক সেবনরত অবস্থায় দুই যুবক আটক: ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ চিৎলাগ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মাদকসেবনরত অবস্থায় দুই যুবক কে আটক করেছে। আটককৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে আকাশ (২২),আশাদুল হকের ছেলে তুষার (২৩)।

গতকাল বিকেল ৩টার দিকে তাদের কে চিৎলা গ্রামের স্বপনের বাড়ি থেকে মাদক সেবনের অপরাধে আটক করে পুলিশ। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। আদালত আটককৃতদের কে মাদক সেবনের অপরাধে ১০হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়,গত শুক্রবার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদার চিৎলা গ্রামের

মোড়পাড়ার স্বপনের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

এ সময় স্বপনের বসত ঘর থেকে মাদক সেবনের অপরাধে আকাশ ও তুষার নামের দু’যুবক কে আটক করে।

আটকের পর দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিউদ্দিন কে বিষয়টি অবগত করে পুলিশ। নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালতের বিচারক নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিউদ্দিন মাদক সেবনের আপরাধে দুই মাদক সেবীকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮সালের ৩৬এর সারণির ৫ধারায় উভয় কে জনসম্মুখে ৫হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। অর্পিত জরিমানার টাকা নগদে পরিষোধ করে মুক্তি পাই।

আদালত পরিচালনা কার্যে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শেখ তৌহিদুর রহমান,এএসআই হারুন, দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসের পেশকার জিহন আলি,অফিস সহকারি রফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও এ সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ চিৎলা গ্রামের প্রায় ২শতাধীক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় চিহিৃত মাদক সম্রাট রশিদা সহ আটক-২ : মাদক উদ্ধার

“মাদক ছাড়, নাই এলাকা ছাড়” এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা এলাকাকে মাদক মুক্ত করার জন্য মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে দর্শনা থানা পুলিশ ।

দফায় দফায় মাদক বিরোধী অভিযানে মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেই সাথে আটক হচ্ছে মাদক ব্যবসায়ী। উদ্ধার করা হচ্ছে মাদক। দর্শনা থানা ইনচার্জ ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজল এর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আটক করা হয়েছে এলাকার চিহ্নিত বেশ কিছু মাদক

কারবারীকে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে দর্শনা থানার ইনচার্জ ওসি মাহাব্বুর রহমানের নেতৃত্বে ওসি (তদন্ত) শেখ মাহাবুবুর রহমান, এসআই জাকির হোসেন, এস আই সাইফুল , এএসআই শফিকুর রহমান শফি, এএসআই শাহিন কনঃ কাজল রেখা সহ সঙ্গীয় ফোর্স গোপন সংবাদের ভিক্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ায়।

এ সময় এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বহু মাদক মামলার আসামি রবিউল এর স্ত্রী রশিদা খাতুনকে(৪৬) আটক করে, তার দেহ তল্লাশি করে উদ্ধার করা হয় ৬১ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট এবং বসতঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ২ কেজি গাঁজা।

এদিকে একই দিন সকাল ৯ ঘটিকার সময় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রতাবপুর থেকে ৪ কেজি গাঁজা সহ মিরাজ আলী (১৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশ।

সে দামুড়হুদা থানার শুবুলপুর গ্রামের মহসীন আলীর ছেলে। আটককৃতর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মমলা রুজু করা হয়েছে জানিয়েছে পুলিশ

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি সীমান্তে ইয়াবাসহ আটক ১

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সীমান্ত ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্পের মাদক বিরোধী অভিযানে ৭২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বহনকারী মোটরসাইকেল সহ মাদক ব্যবসায়ী মিঠুকে আটক করেছে বিজিবি।

আটককৃত মিঠু মিয়া হলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চাকুলিয়া গ্রামের রেজাউল আলীর ছেলে বিজিবি সূত্রে জানা গেছে- গতকাল দুপুর ২ টার দিকে চাকুলিয়া সীমান্ত থেকে ব্যাটারি চালিতো অটো চার্জার গাড়িতে করে একটি মোটর সাইকেল নিয়ে কার্পাসডাঙ্গায় যাওয়া উদ্দ্যেশ্য আসছিলে।

ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্পের সামনে পৌঁছালে গোপন সংবাদের

ভিত্তিতে ঠাকুরপুর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ব্যাটারি চালিতো অটো চার্জার গাড়িটি গতিরোধ করেন।

এসময় মাদক ব্যবসায়ী মিঠু মিয়ার দেহ তল্লাশি করে কিছু না পাওয়া গেলে অটো চার্জারে করে নিয়ে যাওয়া মিঠুর মোটর সাইকেলের তল্লাশি করে সিট কভারের নিচে থেকে ভারতীয় মাদকদ্রব্য ৭২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ মাদক ব্যবসায়ী মিঠু মিয়াকে আটক করে বিজিবি।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী মিঠু বিজিবি’র হেফাজতে আছে।